**ভলিউম 1**

**9-12-1946**

**থেকে**

**23-12-1946**

**গণপরিষদ**

**বিতর্ক**

**সরকারী প্রতিবেদন**

লোকসভা সচিবালয়, নতুন দিল্লি দ্বারা পুনঃমুদ্রিত

ষষ্ঠ পুনঃমুদ্রণ 2014 **সংস্করণ. ব্র. নং. 8**

প্রথম মুদ্রিত 1950

1966 সালে পুনঃমুদ্রিত

পুনঃমুদ্রিত 1989

পুনঃমুদ্রিত 1999

পুনঃমুদ্রিত 2003

2009 সালে পুনঃমুদ্রিত

পুনঃমুদ্রিত 2014

মূল্যঃ 2500/- টাকা

© 2014 লোকসভা সচিবালয় দ্বারা

লোকসভায় (ত্রয়োদশ সংস্করণ) পদ্ধতি ও ব্যবসা পরিচালনার নিয়মের নিয়ম 382-এর অধীনে প্রকাশিত এবং জৈনকো আর্ট ইন্ডিয়া, 13/10, ডব্লিউ. ই. এ., সরস্বতী মার্গ, করোল বাগ, নতুন দিল্লি-110005 দ্বারা মুদ্রিত।

**ভূমিকা**

1949 সালের 26শে নভেম্বর গণপরিষদে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় এবং 1950 সালের 24শে জানুয়ারি বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হয়। 1950-এর 26শে জানুয়ারি সংবিধান কার্যকর হয়, যখন স্বাধীন ভারত নিজেকে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর ষাট বছর কেটে গেছে। এই সময়কালে, এটি ভালভাবে কাজ করে এবং একটি বিবর্তিত রাষ্ট্রব্যবস্থার চাহিদা পূরণ করে। আমরা এই গতিশীল নথিটি তৈরি করা মহান ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি, দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞা দেখে বিস্মিত হই।

1946 সালের 9ই ডিসেম্বর ভারতের গণপরিষদের প্রথম বৈঠক হয় এবং 1950 সালের 24শে জানুয়ারি পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের খসড়া

তৈরির ঐতিহাসিক কাজটি সংবিধান কক্ষে গ্রহণ করা হয়েছিল, যা বর্তমানে সংসদ ভবনের কেন্দ্রীয় হল নামে পরিচিত। 1950 সালের 26শে জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর, বিধানসভার অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যায়, 1952 সালে একটি নতুন সংসদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত ভারতের অস্থায়ী সংসদে রূপান্তরিত হয়।

1946 সালের 9ই ডিসেম্বর থেকে 1950 সালের 24শে জানুয়ারি পর্যন্ত গণপরিষদের বিতর্কগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় 1950 সালে। বিতর্কগুলি 1966,1989,1999,2003 এবং 2009 সালে লোকসভা সচিবালয় দ্বারা পুনরায় মুদ্রিত হয়। বিতর্কগুলির সম্পূর্ণ সেটটি একটি সূচক সহ পাঁচটি বই নিয়ে গঠিত. সংসদ সদস্য, গবেষক পণ্ডিত এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে এই বিতর্কগুলির জন্য ক্রমাগত দাবি রয়েছে. এটি আমাদের এই পরবর্তী পুনর্মুদ্রণটি প্রকাশ করতে প্ররোচিত করেছে।

এই নতুন পুনঃমুদ্রণকে আরও কার্যকর ও সহজতর করার জন্য, খসড়া সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি সহ ভারতীয় সংবিধানের নিবন্ধগুলি দেখানো একটি ট্যাবুলার বিবৃতি যার সাথে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধগুলি আলোচনা ও অনুমোদনের তারিখগুলি যুক্ত করা হয়েছে. এটি প্রথম বইয়ের শুরুতে স্থান পায়. এটি পাঠকদের আরও বেশি সুবিধার সাথে বিভিন্ন নিবন্ধের উপর বিতর্কগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম করবে. এছাড়াও, ভারতের গণপরিষদের সদস্যদের একটি বিরল গ্রুপ ফটোগ্রাফ এবং ভারতের সংবিধানের ক্যালিগ্রাফ করা অনুলিপি থেকে পুনরুত্পাদন করা গণসভার সদস্যদের স্বাক্ষর প্রথম বইটিতে প্রথমবারের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আশা করা যায় যে, এই প্রকাশনাটি সকল সংসদ সদস্য, গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আইনজীবী এবং অন্যান্য পাঠকদের কাছে তথ্যবহুল ও দরকারী বলে বিবেচিত হবে।

নতুন দিল্লি;

মে, 2014 পি. শ্রীধরন, বৈশাখা, 1936 (সাকা) মহাসচিব

লোকসভা

ভারতের গণপরিষদ

সভাপতিঃ

মাননীয় ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

অস্থায়ী সভাপতিঃ ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ।

সাংবিধানিক উপদেষ্টাঃ স্যার বি এন রাও, সি আই ই।

সচিবঃ শ্রী এইচ. ভি. আর. আইঙ্গার, সি. আই. ই, আই. সি. এস।

উপসচিবঃ মিঃ বি. এফ. এইচ. বি. তিয়াবজি, আই. সি. এস।

আন্ডার সেক্রেটারিঃ খান বাহাদুর এস. জি. হাসান।

সহকারী সচিবঃ শ্রী কে. ভি. পদ্মনাভন।

মার্শালঃ সুবেদার প্রধান হারবান লাল জয়দকা।

(খ)

বিষয়বস্তু

ভলিউম আই-9 থেকে 23শে ডিসেম্বর 1946

|  |  |
| --- | --- |
| পৃষ্ঠাগুলি | পৃষ্ঠাগুলি |
| সোমবার, 9ই ডিসেম্বর, 1946 - | শুক্রবার, 13ই ডিসেম্বর, 1946 - |
| অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচন | সমাধান পুনঃনির্ধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য |
| সদিচ্ছার বার্তা | সোমবার, 16ই ডিসেম্বর, 1946 - |
| ব্রিটিশ বেলুচিস্তানের খান আবদুস সামাদ খানের নির্বাচনী আবেদন | সমাধান পুনঃনির্ধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য |
| সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ | মঙ্গলবার, 17ই ডিসেম্বর, 1946 - |
| ডেপুটি চেয়ারম্যানের মনোনয়ন | সমাধান পুনঃনির্ধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য |
| শ্রী প্রসন্ন দেব রাইকুট-এর মৃত্যু | বুধবার, 18ই ডিসেম্বর, 1946 - |
| পরিচয়পত্রের উপস্থাপনা এবং রেজিস্টারে স্বাক্ষর | ব্যবসার কর্মসূচি |
| মঙ্গলবার, 10ই ডিসেম্বর, 1946 - | সমাধান পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য |
| স্থায়ী সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতি | বৃহস্পতিবার, 19শে ডিসেম্বর, 1946 - |
| কেন্দ্রীয় বিধানসভার বিধিমালা এবং স্থায়ী আদেশের অস্থায়ী গ্রহণ | ব্যবসায়িক কর্মসূচি |
| সংবিধান সভা কার্যালয়ের বিদ্যমান সংগঠন নিশ্চিতকরণ | সমাধান পুনঃনির্ধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য |
| কার্যপদ্ধতির নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি | শনিবার, 21শে ডিসেম্বর, 1946 - |
| সভাপতি ও কমিটির জন্য পুনরায় মনোনয়ন ঘোষণা | পরিচয়পত্রের উপস্থাপনা এবং রেজিস্টারে স্বাক্ষর |
| বুধবার, 11ই ডিসেম্বর, 1946 - | গণপরিষদের আলোচনা কমিটির পুনর্নির্বাচনের প্রস্তাব গৃহীত |
| গণপরিষদের শুভেচ্ছা বার্তার জবাব দিন | পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - |
| স্থায়ী সভাপতি নির্বাচন | আলোচনা স্থগিত |
| স্থায়ী সভাপতিকে অভিনন্দন | কার্যপদ্ধতির নিয়মাবলী সম্পর্কে কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনা |
| কার্যপদ্ধতির নিয়মাবলীর জন্য কমিটির নির্বাচন | ক্যামেরায় কার্যধারা (মুদ্রিত নয়) |
| বৃহস্পতিবার, 12ই ডিসেম্বর, 1946 - | সোমবার, 23শে ডিসেম্বর, 1946 - |
| মাননীয়া পণ্ডিত জাওয়াহার লাল নেহরুর দ্বারা সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব-আলোচনা স্থগিত | গৃহীত পদ্ধতির নিয়ম |
|  | কমিটি নির্বাচন - |
|  | শংসাপত্র কমিটি |
|  | হাউস কমিটি |
|  | অর্থ ও কর্মী কমিটি |
|  | ফেডারেল আদালতের রেফারেন্স সম্পর্কিত রাষ্ট্রপতির বিবৃতি, মে মাসের বিবৃতি, ব্যাখ্যার জন্য 16 |

ভারতের সংবিধানের নিবন্ধসমূহ

1 2 3

23শে নভেম্বর, 1948।

(xii)

1 2 3

18ই মে, 1949,87,87,182,82,88,82,90,1949,72,182,18...

(xiii)

1 2 3

13ই জুন, 1949 এবং 14ই জুন।

(xiv)

1 2 3

"" "।"...। "

(xv)

1 2 3

225...।.।।।

(xvi)

1 2 3

270...।.।।। 251।। 5ই আগস্ট, 1949। 271।

(xvii)

1 2 3

316...।.।।। 285.। 22শে আগস্ট, 1949। 317।। 315এ।

357, 1949 সালের 3রা আগস্ট এবং 4ঠা আগস্ট।

358, 1949 সালের 4ঠা আগস্ট।

359, 1949 সালের 4ঠা আগস্ট এবং 20শে আগস্ট।

360 অক্টোবর, 1949।

361, 1949 সালের 8ই সেপ্টেম্বর।

(xviii)

1 2 3

362 অক্টোবর, 1949। 363। 362। 364।

(xix)

তফসিলের তারিখ 1।।।...।.।।

(এক্সএক্সএক্স)

**ভারতের গণপরিষদ**

সোমবার, 9ই ডিসেম্বর 1946

1946 সালের 9ই ডিসেম্বর সোমবার সকাল 11টায় নতুন দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে ভারতের গণপরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচন

**আচার্য জে. বি. কৃপলানী** (ঐক্যবদ্ধ প্রদেশঃ সাধারণ): (ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহকে

অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন) -

\* [বন্ধুরা, ঐতিহাসিক গুরুত্বের এই শুভ উপলক্ষে আমি আপনার পক্ষ থেকে ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহকে এই বিধানসভার অস্থায়ী সভাপতি হওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ডঃ সিংহের কোনও পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। আপনারা সবাই তাঁকে চেনেন। তিনি আমাদের মধ্যে কেবল প্রবীণতমই নন, ভারতের প্রবীণতম সাংসদ, যিনি 1910 থেকে 1920 সাল পর্যন্ত ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি 1921 সালে কেন্দ্রীয় বিধানসভায় প্রবেশ করেন, কেবল তার সদস্য হিসাবেই নয়, এর সহ-সভাপতি হিসাবেও। তারপর তাঁকে বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর এবং অর্থসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যতদূর আমার মনে পড়ে, ডঃ সিংহই প্রথম ভারতীয় যিনি কোনও প্রদেশের অর্থ সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে আট বছর দায়িত্ব পালন করে তাঁর শিক্ষার একটি বিশেষ রুচি ছিল। 1920 সালে কংগ্রেসের সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য হিসাবে ডঃ সিংহ ছিলেন।

1920 খ্রিষ্টাব্দের পর যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জনের নতুন পথে যাত্রা শুরু করি, তখন তিনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। যাইহোক, তিনি কখনই আমাদের পুরোপুরি ত্যাগ করেননি। তিনি সবসময় আমাদের সাহায্য করে এসেছেন। তিনি কখনও অন্য কোনও সংগঠনে যোগ দেননি এবং তাঁর সহানুভূতি সবসময় আমাদের সঙ্গে ছিল। এই ধরনের ব্যক্তি এই সভার অস্থায়ী সভাপতি হওয়ার অধিকারী। তাঁর কাজ সংক্ষিপ্ত তবে এটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। এটি এই বাড়ির কার্যক্রমের উদ্বোধন। আমরা যখন ঐশ্বরিক আশীর্বাদ নিয়ে প্রতিটি কাজ শুরু করি তখন আমরা ডঃ সিংহকে এই আশীর্বাদগুলি আহ্বান করার অনুরোধ করি যাতে আমাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। এখন, আমি আপনার পক্ষ থেকে আরও একবার ড. সিংহকে সভাপতিত্ব করার আহ্বান জানাচ্ছি।

(আচার্য জে. বি. কৃপলানী তখন ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহকে চেয়ারে নিয়ে যান, যা পরে তিনি প্রশংসার মধ্যে দখল করেন।)

সদিচ্ছার বার্তা

**সভাপতি** (ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ): মাননীয় সদস্যগণ, আমি আজ সকালে আপনাদের কাছে তিনটি বার্তা পাঠ করব যা আমি আমেরিকা, চীন এবং অস্ট্রেলিয়া সরকারের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পেয়েছি। আমেরিকান চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স লিখেছেনঃ

"আমার প্রিয় ডাঃ সিনহা,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত সচিব, মাননীয় ডিন অ্যাচেসনের কাছ থেকে সবেমাত্র পাওয়া একটি টেলিগ্রামের একটি অনুলিপি এখানে পাঠাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রাপ্ত টেলিগ্রামটি নিম্নরূপঃ

'ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র সচিব থেকে,

ওয়াশিংটন, ডি. সি.

ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ,

সংবিধান সভার অস্থায়ী সভাপতি,

নতুন দিল্লি।

9ই ডিসেম্বরের আগমনের সাথে সাথে আমি সংবিধান সভার অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে আপনার কাছে এবং আপনার মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের কাছে প্রসারিত করছি,

আপনি যে মহান কাজটি করতে চলেছেন তার সফল সমাপ্তির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের আন্তরিক শুভেচ্ছা। মানবজাতির শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে ভারতের দুর্দান্ত অবদান রয়েছে এবং আপনার আলোচনাগুলি সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতা প্রেমী মানুষ গভীর আগ্রহ ও আশার সাথে দেখবে।

পরবর্তী বার্তাটি হল চীন প্রজাতন্ত্রের দূতাবাস থেকে -

"নতুন দিল্লি।

ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ অস্থায়ী চেয়ারম্যান সংবিধান সভাঃ 'ভারতীয় সংবিধান সভার উদ্বোধনের শুভ উপলক্ষে আমি চীনের জাতীয় সরকারের নামে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে আপনার মহান সভা একটি গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ ভারতের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে সফল হবে।

ওয়াং শিহ চিহ,

চীন প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী '।

(চিয়ার্স)

এই অধিবেশনে তৃতীয় এবং শেষ যে বার্তাটি আমাকে পড়তে হবে তা হল ভারতীয় সংবিধান সভার সদস্যদের কাছে অস্ট্রেলিয়া সরকারের পক্ষ থেকে একটি বার্তা।

"যে ঘটনাগুলি ভারতের জনগণকে জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের ন্যায্য স্থান দিয়েছে তা অস্ট্রেলিয়া গভীর আগ্রহ ও সহানুভূতির সাথে দেখেছে. তাই অস্ট্রেলীয় সরকার ভারতের জন্য একটি নতুন যুগের বাহ্যিক লক্ষণ হিসাবে গণপরিষদের উদ্বোধনকে স্বাগত জানায় এবং গণসভার প্রতিনিধিদের তাদের কাজে সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানায়।"

আমি নিশ্চিত যে, এই সভা আমাকে অনুমোদন দেবে এবং এই সরকারগুলির প্রতিনিধিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর অনুমতি দেবে, যাঁরা আমাদের এই ধরনের উৎসাহব্যঞ্জক ও অনুপ্রেরণামূলক বার্তা পাঠিয়েছেন। আমি আরও যোগ করতে পারি যে, আপনার কাজের সাফল্যের জন্য এটি একটি শুভ লক্ষণ।

ব্রিটিশ বেলুচিস্তানের খান আবদুস সামাদ খানের নির্বাচনী আবেদন

**চেয়ারম্যানঃ** পরবর্তী যে বিষয়টি আমাকে হাউসের নজরে আনতে হবে তা হল আমি ব্রিটিশ বেলুচিস্তানের প্রতিনিধিত্বকারী গণপরিষদের সদস্য হিসাবে নওয়াব মোহাম্মদ

খান জোগাজাইয়ের নির্বাচনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে ব্রিটিশ বেলুচিস্তানের খান আবদুস সামাদ খানের কাছ থেকে একটি নির্বাচনী আবেদন পেয়েছি. হাউস নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি বিবেচনা করবে, যথাসময়ে, স্থায়ী চেয়ারম্যান নির্বাচনের পরে. কিন্তু এই পর্যায়ে আমার রায় হল যে নির্বাচিত ঘোষণা করা ভদ্রলোককে এই হাউসের সদস্য হিসাবে বিবেচনা করা অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়, পরবর্তী পর্যায়ে, স্থায়ী সভাপতির নির্বাচনের পরে।

কার্যসূচির পরবর্তী বিষয় হল অস্থায়ী সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ। আমি পুরো ভাষণটি পড়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কিন্তু যদি আমি খুব বেশি চাপ অনুভব করি, তাহলে আপনি দয়া করে আমাকে টাইপস্ক্রিপ্টটি স্যার বি. এন. রুর হাতে তুলে দেওয়ার অনুমতি দেবেন, যিনি আমার জন্য এটি পড়ার জন্য অত্যন্ত সদয়ভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে আমি আশা করি এর জন্য কোনও সুযোগ হবে না।

সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ

প্রথম ভারতীয় গণপরিষদের সম্মাননীয় সদস্যগণঃ

আপনার গণপরিষদের প্রথম সভাপতি হিসাবে আমাকে গ্রহণ করতে সম্মত হওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, যা আমাকে সক্ষম করবে

বাড়ির আগে প্রাথমিক ব্যবসার লেনদেনে আপনাকে সহায়তা করুন।

স্থায়ী সভাপতি হিসাবে নির্বাচন, ব্যবসার নিয়ম প্রণয়ন, বিভিন্ন কমিটি নিয়োগ এবং আপনার কার্যধারা গোপনীয় রাখার বা প্রচার করার প্রশ্নটির নিষ্পত্তি-যা শেষ পর্যন্ত আপনাকে একটি স্বাধীন ভারতের জন্য একটি উপযুক্ত ও স্থিতিশীল সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে আপনার শ্রমের মুকুট পরতে পরিচালিত করবে। আপনার মহান দয়ার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অনুভূতি প্রকাশ করার সময়, আমি নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারি না যে আমি ছোট জিনিসগুলির সাথে বড় কিছুর তুলনা করছি-যা আমি বর্তমান অনুষ্ঠানে লর্ড পামারস্টন নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম যখন রানী ভিক্টোরিয়া তাকে সর্বোচ্চ বীরত্বের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, অর্থাৎ, গার্টারের নাইটহুড. রানীর প্রস্তাব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, লর্ড পালমারস্টন একজন বন্ধুকে নিম্নরূপ লিখেছিলেনঃ -

"আমি কৃতজ্ঞতার সাথে তার মহামান্যের সদয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কোন উপায় নেই।

আমাকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে তার কোনও শালীনতা নিয়ে প্রশ্ন "।

আমি বলি আমি নিজেকে কমবেশি একই অবস্থানে খুঁজে পাই, কারণ আপনার আছে

একমাত্র এই ভিত্তিতে যে আমি, বয়সে, এই সভার প্রবীণতম সদস্য। যাই হোক না কেন, আপনি আমাকে আপনার প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে বেছে নিয়েছেন, তবুও আমি আপনার প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। জনস্বার্থে একজন নম্র কর্মী হিসাবে আমার পরিষেবার স্বীকৃতিস্বরূপ আমি আমার মোটামুটি দীর্ঘ জীবনে আমাকে বেশ কয়েকটি সম্মান প্রদান করেছি, তবে আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে আমি আপনার অনুগ্রহের চিহ্নকে একটি সংকেত সম্মান হিসাবে বিবেচনা করি, যা আমি সারা জীবন ধরে লালন করব।

এই ঐতিহাসিক এবং স্মরণীয় অনুষ্ঠানে, আপনি বিরক্ত হবেন না, আমি

অবশ্যই, যদি আমি আপনাকে সংবিধান সভার অবস্থানের সঠিক অনুমান করতে সক্ষম হওয়ার জন্য ব্রিটেন ছাড়া অন্য দেশগুলির দিকে নজর দিতে হয়. ইউরোপে, প্রাচীনতম প্রজাতন্ত্র, সুইজারল্যান্ডের সংবিধান প্রণয়নের এই রাজনৈতিক পদ্ধতিটি ব্রিটেনের আমাদের সহ-প্রজাদের কাছে জানা ছিল না, সহজ কারণে, যে ব্রিটিশ সংবিধানের অধীনে, সংবিধান আইন হিসাবে কোনও জিনিস নেই, এটি একমাত্র সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হিসাবে ব্রিটিশ সংসদের একটি লালিত বিশেষাধিকার, যা দেশের সাংবিধানিক আইন সহ সমস্ত আইন তৈরি ও উন্মোচন করে। অতএব, ব্রিটেন ব্যতীত অন্যান্য দেশগুলিতে আমাদের একটি গণপরিষদের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক অনুমান তৈরি করতে সক্ষম হতে হবে।

ইউরোপের একমাত্র অন্য রাজ্য, যার সংবিধানে আমরা পারতাম

ফরাসি বিপ্লব ফরাসি রাজতন্ত্রকে পরাস্ত করতে সফল হওয়ার পরে 1789 সালে ফ্রান্সের প্রথম গণপরিষদ ("ফরাসি জাতীয় পরিষদ" নামে পরিচিত) আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সরকার ব্যবস্থা তখন থেকে পরিবর্তিত হয়েছিল, সময়ে সময়ে, এবং এখনও কমবেশি, গলিত পাত্রের মধ্যে রয়েছে। যদিও, অতএব, আপনি সুইজারল্যান্ডের মতো ফরাসি সংবিধান আইনের অধ্যয়ন থেকে ততটা সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম নাও হতে পারেন, এটি কোনও কারণ নয় যে আপনার সামনে কাজটি প্রস্তুত করার জন্য আপনি যে সুবিধা পেতে পারেন তা অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

তা নিয়ে গবেষণা করুন।

প্রকৃতপক্ষে, ফরাসি সংবিধান-নির্মাতারা, যারা 1789 সালে মিলিত হয়েছিল

তাদের দেশের প্রথম গণপরিষদে, তারা নিজেরাই মূলত ছিল

করা কাজ দ্বারা প্রভাবিত কিন্তু 1787 সালে কয়েক বছর আগে, দ্বারা

মার্কিন সংবিধান-নির্মাতারা তাদের দেশের জন্য ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সাংবিধানিক সম্মেলন. ব্রিটিশ রাজার প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে সংসদে তারা দেখা করে এবং যা বিবেচনা করা হয়েছিল তা তৈরি করে, এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে, অস্তিত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী, এবং সবচেয়ে ব্যবহারিক এবং কার্যকর প্রজাতন্ত্রের সংবিধান হিসাবে। এটি এই মহান সংবিধান, যা স্বাভাবিকভাবেই কেবল ফ্রান্সের নয়, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো ব্রিটিশ কমনওয়েলথের স্ব-শাসিত আধিপত্যগুলিরও পরবর্তী সমস্ত সংবিধানের মডেল হিসাবে নেওয়া হয়েছিল; এবং আমার কোনও সন্দেহ নেই যে আপনি আপনার কাজের প্রকৃতি অনুসারে, আমেরিকান সংবিধানের বিধানগুলির প্রতি অন্য যে কোনও সংবিধানের চেয়ে বেশি মনোযোগ দেবেন।

আমি উপরে উল্লেখ করেছি যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মহান আধিপত্যগুলির স্ব-শাসিত সংবিধানগুলি মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে, যদি প্রকৃতপক্ষে উদ্ভূত না হয়, তবে অনেকাংশে, আমেরিকান সাংবিধানিক ব্যবস্থা থেকে

উদ্ভূত হয়েছিল। আমেরিকান ব্যবস্থার দ্বারা প্রথম উপকৃত হয়েছিল কানাডা, কোন দেশের ঐতিহাসিক কনভেনশন, একটি স্বায়ত্তশাসিত সংবিধান প্রণয়নের জন্য, 1864 সালে ক্যুবেক-এ মিলিত হয়েছিল। এই কনভেনশনে কানাডিয়ান সংবিধান তৈরি হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 1867 সালে পাস হওয়া ব্রিটিশ নর্থ আমেরিকান অ্যাক্ট হিসাবে সংবিধির বইয়ে এখনও রয়েছে। আপনি শুনতে আগ্রহী হতে পারেন যে কিউবেক কনভেনশনে কানাডার সমস্ত প্রদেশ থেকে মাত্র 33 জন প্রতিনিধি ছিলেন, এবং 33 জন প্রতিনিধির সেই সম্মেলন জারি করা হয়েছিল 74 টি প্রস্তাব, যা পরে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল একটি আইন, যা 1867 সালে কেবলমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাধারণ অধিবেশনের অধীনে তার অস্তিত্বের বিধানের খসড়া তৈরি করতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান প্রণয়নের জন্য প্রস্তুত প্রকল্পগুলিতে মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থা কমবেশি গ্রহণ করা হয়েছিল, যা দেখায় যে 1787 সালে ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত আমেরিকান কনভেনশন দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলগুলি বিভিন্ন দেশের জন্য স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গঠনের একটি মডেল হিসাবে বিশ্ব দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। এই কারণেই আমি মার্কিন সংবিধান এবং সাংবিধানিক আইনের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত বোধ করেছি-যা আপনার দ্বারা যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত-অগত্যা পাইকারি গ্রহণের জন্য নয়, তবে আপনার নিজের দেশের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োজনীয়তার সাথে এর বিধানগুলির বিচক্ষণ অভিযোজনের জন্য, আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের অদ্ভুত অবস্থার কারণে প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজনীয় এমন পরিবর্তনগুলির সাথে। আমি মুনরো-বিষয়ের উপর একটি মানক কর্তৃপক্ষ-মার্কিন সংবিধানের একটি সিরিজ হিসাবে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি, যা আমার জীবনের প্রায় অর্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি যুক্তিসঙ্গত চুক্তি এবং সমঝোতার মত একটি সিরিজ, যা এখন ভারতের সংবিধানের প্রায় অর্ধশতাব্দীর জন্য যুক্তিযুক্ত চুক্তি হিসাবে পরিচিত।

যুক্তিসঙ্গত চুক্তি এবং বিচক্ষণ সমঝোতার মাধ্যমে মার্কিন ব্যবস্থার মৌলিক নীতিগুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা ও গ্রহণ করার জন্য আপনার কাছে প্রশংসা করার সময়, আমি ভিস্কন্ট ব্রাইস নামে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিষয়ে আকর্ষণীয় পর্যবেক্ষণগুলি উদ্ধৃত করার চেয়ে ভাল করতে পারি না, যিনি "আমেরিকান কমনওয়েলথ" নামে পরিচিত তাঁর স্মৃতিসৌধ রচনায় মার্কিন সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলির উপাদানকে খুব কম লাইনে রেখে লিখেছেনঃ -

"এর কেন্দ্রীয় বা জাতীয়-নিছক একটি লীগ নয় কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে না

উপাদান সম্প্রদায়গুলিকে আমরা রাষ্ট্র বলি. এটি নিজেই একটি কমনওয়েলথ, যেমন

পাশাপাশি কমনওয়েলথগুলির একটি ইউনিয়ন হিসাবে, কারণ এটি সরাসরি প্রত্যেকের আনুগত্য দাবি করে

নাগরিক, এবং তার আদালত এবং নির্বাহী মাধ্যমে তার উপর অবিলম্বে কাজ করে

আধিকারিকরা. এখনও ছোট সম্প্রদায়, রাজ্য, ইউনিয়নের নিছক উপ-বিভাগ, জাতীয় সরকারের নিছক প্রাণী, যেমন ইংল্যান্ডের কাউন্টি বা ফ্রান্সের বিভাগগুলি কম. তাদের নাগরিকদের উপর একটি কর্তৃত্ব রয়েছে যা তাদের নিজস্ব, এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রত্যয়িত নয়।

এটি সম্ভবত হতে পারে যে এই ধরনের কিছু পরিকল্পনায়, দক্ষতার সাথে আমাদের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া

একটি স্বাধীন ভারতের জন্য একটি সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, যা দেশের প্রায় সমস্ত শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দলের যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। মার্কিন সংবিধানের মহান, সহজাত, গুণাবলীর উপর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ কর্তৃত্ব উদ্ধৃত করে, আমি আশা করি, আপনি আমার সাথে সর্বশ্রেষ্ঠ আমেরিকান আইনজ্ঞ, জোসেফ স্টোরি থেকে মোটামুটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি বহন করবেন। তাঁর বিখ্যাত বই, "ইউনাইটেড স্টেটের সংবিধানের উপর ভাষ্য" শেষে, তিনি কিছু আকর্ষণীয় এবং অনুপ্রেরণামূলক পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যা আমি আপনার মনোযোগের যোগ্য হিসাবে আপনার কাছে উপস্থাপন করছি।

"আমেরিকান যুবসমাজ যেন কখনও ভুলে না যায় যে, তারা (তাদের সংবিধানে) একটি মহৎ উত্তরাধিকারের অধিকারী, যা তাদের পূর্বপুরুষদের পরিশ্রম, যন্ত্রণা এবং রক্তের দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে; এবং যদি বিজ্ঞতার সাথে উন্নত হয়, এবং বিশ্বস্ততার সাথে সুরক্ষিত থাকে, জীবনের সমস্ত উল্লেখযোগ্য আশীর্বাদ, স্বাধীনতা, সম্পত্তি, ধর্ম এবং স্বাধীনতার শান্তিপূর্ণ উপভোগ তাদের সর্বশেষ উত্তরসূরিদের কাছে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়। কাঠামোটি নিখুঁত দক্ষতা এবং নিষ্ঠার স্থপতিদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে; এর বুনিয়াদগুলি সুন্দর, সেইসাথে দরকারী; এর ব্যবস্থা প্রজ্ঞা ও শৃঙ্খলায় পূর্ণ; এবং এর প্রতিরক্ষা অপ্রতিরোধ্য। এটি অমরত্বের জন্য উত্থাপিত হয়েছে, যদি মানুষের কাজ ন্যায়সঙ্গতভাবে এই জাতীয় খেতাবের আকাঙ্ক্ষা করে। তবুও, এটি বোকামি, দুর্নীতি, বা অবহেলার দ্বারা এক ঘন্টার মধ্যে প্যারিশ হতে পারে, কেবলমাত্র জনগণের অবহেলা, প্রজাতন্ত্রের লোকেরা প্রশংসা করার সাহস করে, কারণ তারা জনসাধারণের কাছ থেকে প্রশংসা করার মতো শব্দ

প্রায় আদর্শ সংবিধানের উপর আরও একটি নেতৃস্থানীয় কর্তৃত্ব উদ্ধৃত করতে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেমস (এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সলিসিটর-জেনারেল) তাঁর অত্যন্ত শিক্ষামূলক বইয়ে বলেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান-গতকাল, আজ এবং আগামীকাল" -

"একটি সরকারি রামবাণ হিসাবে সংবিধান এসেছে এবং চলে গেছে; কিন্তু মার্কিন সংবিধান সম্পর্কে বলা যেতে পারে, শেক্সপিয়ারের অমর খ্যাতির প্রতি ডঃ জনসনের মহৎ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকে ব্যাখ্যা করে, যে সময়ের প্রবাহ অন্যান্য অনেক কাগজের সংবিধানের দ্রবীভূত ফ্যাব্রিককে ধুয়ে ফেলেছে, তার অ্যাডাম্যান্টাইন শক্তিকে প্রায় অস্পর্শিত করে রেখেছে। প্রথম দশটি সংশোধনী ব্যতীত, যা কার্যত মূল সনদের একটি অংশ ছিল, একশো ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কেবল নয়টি গ্রহণ করা হয়েছে। অন্য কোন ধরনের সরকার সময়ের পরীক্ষায় আরও ভাল দাঁড়িয়েছিল?"

মাননীয় সদস্যগণ, আমার প্রার্থনা এই যে, আপনারা যে সংবিধান

পরিকল্পনা করতে যাওয়া একইভাবে 'অমরত্বের' জন্য লালন করা যেতে পারে, যদি মানুষের কাজ ন্যায়সঙ্গতভাবে এই ধরনের একটি খেতাবের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং এটি 'অ্যাডাম্যান্টাইন শক্তির' একটি কাঠামো হতে পারে, যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত ধ্বংসাত্মক শক্তিকে চিরস্থায়ী এবং পরাস্ত করবে।

প্রশ্নের কিছু দিকের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে

ইউরোপ ও আমেরিকায় সংবিধান প্রণয়নকারী, আমি এখন লাভজনকভাবে আমাদের নিজের দেশে এই প্রশ্নের কিছু দিকের দিকে ফিরে যেতে পারি। একটি গণপরিষদের প্রথম সুনির্দিষ্ট উল্লেখ (যদিও এই শব্দগুলির অধীনে বা সেই নির্দিষ্ট নামে নয়) আমি

মহাত্মা গান্ধীর একটি বিবৃতিতে খুঁজে পাই, যা 1922 সাল পর্যন্ত করা হয়েছিল। মহাত্মাজি লিখেছেনঃ -

"স্বরাজ ব্রিটিশ সংসদের একটি মুক্ত উপহার হবে না. এটি ভারতের পূর্ণ আত্মপ্রকাশের একটি ঘোষণা হবে, যা সংসদের একটি আইনের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে. তবে এটি কেবল ভারতের জনগণের ঘোষিত ইচ্ছার একটি বিনীত অনুমোদন হবে. অনুসমর্থন এমন একটি চুক্তি হবে যার পক্ষ হবে ব্রিটেন. ব্রিটিশ সংসদ, যখন নিষ্পত্তি হবে, স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত ভারতের জনগণের ইচ্ছাকে অনুমোদন করবে।"

ভারতের জনগণের "স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের" সমন্বয়ে গঠিত একটি গণপরিষদের জন্য মহাত্মা গান্ধীর দাবি সময়ে সময়ে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল, কিন্তু 1934 সালের মে মাস পর্যন্ত রাঞ্চিতে (বিহারের) গঠিত স্বরাজ পার্টি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে যার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ -

"এই সম্মেলন ভারতের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করে এবং সেই নীতি প্রয়োগের একমাত্র পদ্ধতি হল একটি গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়নের জন্য ভারতীয় জনগণের সমস্ত বিভাগের প্রতিনিধি, একটি গণপরিষদ আহ্বান করা।"

এই প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত নীতিটি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, যা কয়েক দিন পরে, 1934 সালের মে মাসে বিহারের রাজধানী পাটনাতে মিলিত হয়েছিল এবং এইভাবে ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদের পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা গৃহীত হয়েছিল।

1936 সালের ডিসেম্বরে ফয়জপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে উপরোক্ত প্রস্তাবটি নিশ্চিত করা হয়।

"কংগ্রেস ভারতের একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে জনগণের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং সরকার তাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে. এই জাতীয় রাষ্ট্র কেবলমাত্র একটি গণপরিষদের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে যা শেষ পর্যন্ত দেশের সংবিধান নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে।"

1939 সালের নভেম্বরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যা ঘোষণা করে যে -

"ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং গণপরিষদের মাধ্যমে তাদের সংবিধান প্রণয়নের জন্য তার জনগণের অধিকার অপরিহার্য।"

আমি আরও বলতে পারি যে, আমি উপরে যে প্রস্তাবগুলি উদ্ধৃত করেছি (1939 সালের নভেম্বরের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এবং 1936 সালের কংগ্রেসের ফয়জপুর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি) তাতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে গণপরিষদকে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত করা উচিত। 1934 সালে কংগ্রেস এই বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার পর থেকে গণপরিষদের ধারণাটি দেশের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক-মনের শ্রেণীর মধ্যে বিশ্বাসের একটি নিবন্ধ হিসাবে ব্যাপকভাবে প্রাধান্য পেয়েছিল।

কিন্তু 1940 সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগ কর্তৃক পাকিস্তান সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত, সেই রাজনৈতিক সংগঠন এই দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য যথাযথ ও উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে একটি গণপরিষদের ধারণাকে সমর্থন করেনি। সেই প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পরে, তবে, মুসলিম লীগের মনোভাব একটি গণসভার ধারণার পক্ষে পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়-একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য লীগ

দ্বারা দাবি করা অঞ্চলগুলির জন্য এবং অন্যটি ভারতের বাকি অংশের জন্য। সুতরাং এটি বলা যেতে পারে যে এই দেশে একটি সংবিধান গঠনের একমাত্র সরাসরি উপায় হিসাবে গণসভার ধারণাটি 1940 সালে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল দ্বারা গৃহীত এবং গৃহীত হয়েছিল, এই পার্থক্যের সাথে যে কংগ্রেস সামগ্রিকভাবে ভারতের জন্য একটি গণপরিষদ চেয়েছিল, মুসলিম লীগ তার দেশের রাজ্যগুলির সাথে দুটি পৃথক দাবি অনুসারে চেয়েছিল যে, গণসভাগুলভ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, সংবিধানের যথাযথ কাঠামো ছিল কি না।

এটি যোগ করা রয়ে গেছে যে ভারতের সংবিধান প্রণয়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে একটি গণপরিষদের ধারণাটিও সপ্রু কমিটির সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল

যা, গত বছর (1945) জারি করা হয়েছে, এর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে

একটি গণপরিষদের গঠন, যা বিগত বহু বছর ধরে অর্জিত রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে এবং আমাদের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষাকে হতাশ করেছে। যাইহোক, আজ এই অধিবেশনে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা মিশনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার অধীনে আমরা বৈঠক করছি, যা কংগ্রেস, লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলির দ্বারা এই বিষয়ে দেওয়া পরামর্শের থেকে ভিন্ন হলেও, এমন একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিল যা দেশের অনেক রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিকভাবে চিন্তাশীল শ্রেণীর বড় অংশের দ্বারা গৃহীত হয়নি, তবে কোনও রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারাও গৃহীত হয়েছিল, যা বিচারের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল, কারণ রাজনৈতিক অচলাবস্থা শেষ করার জন্য, যা বহু বছর আগে অর্জিত হয়েছিল এবং আমাদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা হতাশ করেছিল। ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদ মিশনের পরিকল্পনার গুণাবলীর দিকে আরও এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই, কারণ এটি আমাকে বিতর্কিত ভিত্তিতে অনধিকার প্রবেশের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা আমার বর্তমান সময়ে অতিক্রম করার কোনও ইচ্ছা নেই। আমি এই বিষয়ে সচেতন যে, কিছু অংশ আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি কিছু অংশে ব্রিটিশ, এমনকি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিতর্ক তৈরি করতে চায় না।

মাননীয় সদস্যগণ, আমি আশঙ্কা করছি যে আমি আপনার ধৈর্যের উপর দীর্ঘ সময় ধরে লঙ্ঘন করেছি, এবং

এখন আমি আমার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাই। আপনাকে এতদিন আটকে রাখার একমাত্র যৌক্তিকতা হল ভারতের ইতিহাসে এই মহান ও স্মরণীয় অনুষ্ঠানের অনন্যতা, এই সংবিধান পরিষদকে এই দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ যে উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছিল, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গভীর আগ্রহের উদ্রেক হয়েছিল, এবং সমস্ত সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য এবং সমস্ত সমস্যা, যেমন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা। আমি আপনার শ্রমের সাফল্য কামনা করি, এবং ঐশ্বরিক আশীর্বাদের আহ্বান জানাই, যাতে আপনার কার্যধারা কেবল সদ্বুদ্ধি, জনস্বার্থ এবং প্রকৃত দেশপ্রেম দ্বারা চিহ্নিত না হয়, বরং প্রজ্ঞা, সহনশীলতা, ন্যায়বিচার এবং সকলের প্রতি ন্যায্যতা

দ্বারাও চিহ্নিত হয়; এবং সর্বোপরি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যা ভারতকে তার প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারে, এবং তাকে সম্মানের একটি স্থান দেয় এবং মহান বিশ্বের সমতার কথা ভুলে না যায়।

ইউনান-ও-মিসর-অ-রোমা সব মিট গয়ে জাহান সে,

বাকি অভী তলাক হ্যায় নাম-ও-নিশান হামারা।

কুচ বাত হ্যায় কে হস্তি মিত-তি নাহিন হামারি,

সাদিয়ন রাহা হ্যায় দুশ্মন দৌর-ই-জামান হামারা।

এর অর্থঃ "গ্রিস, মিশর এবং রোম, সবাই পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠতল; কিন্তু আমাদের দেশ ভারতের নাম ও খ্যাতি সময়ের বিপর্যয় এবং যুগ যুগের বিপর্যয় থেকে বেঁচে গেছে। নিঃসন্দেহে, অবশ্যই, আমাদের মধ্যে একটি চিরন্তন উপাদান রয়েছে যা আমাদের ধ্বংসের সমস্ত প্রচেষ্টাকে হতাশ করেছিল, যদিও স্বর্গগুলি নিজেরাই আমাদের প্রতি শত্রুতা ও শত্রুতার চেতনায় শতাব্দী এবং শতাব্দী ধরে আবর্তিত এবং ঘোরে। "আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি যে আপনি আপনার কাজে একটি বিস্তৃত এবং ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসুন, কারণ বাইবেল ন্যায়সঙ্গতভাবে আমাদের শেখায় -

"যেখানে দৃষ্টি নেই সেখানে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়।" (হাততালি)

ডেপুটি চেয়ারম্যানের মনোনয়ন

**সভাপতি** (ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ): আমার একটি প্রস্তাব আছে

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে আপনার কাছে, এবং আমি আশা করি আপনি দয়া করে এটি অনুমোদন করবেন। বিগত বহু বছর ধরে, চিকিৎসা পরামর্শের অধীনে, আমি বিকেলে কোনও কাজ করতে সক্ষম হইনি, এবং মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পরে বসার প্রস্তাব করছি না। তাই আমি অস্থায়ী সভাপতি, যখন পরিচয়পত্রের উপস্থাপনা এবং স্বাক্ষর নিয়ে সভা চলছে।

বিকেলে রেজিস্টার করুন, আমি বাড়িটি আমাকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করার প্রস্তাব করছি

একজন ডেপুটি চেয়ারম্যানের সহায়তা, এবং আমি প্রস্তাব করছি যে মিঃ ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্থনি আপনার দ্বারা মনোনীত হবেন। (একটি বিরতির পরে)। আমি প্রস্তাবটি গৃহীত বলে ঘোষণা করছি।

শ্রী প্রসন্ন দেব রাইকুট-এর মৃত্যু

**সভাপতি** (ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ); এরপরে, আমাকে জানানো হয়েছে যে আমাদের গণপরিষদের একজন সদস্য, যিনি যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি মারা গেছেন, বাংলা থেকে শ্রী প্রসন্ন দেব রায়কুট, এবং আমি গণসভার পক্ষ থেকে তাঁর আত্মীয়দের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাতে চাই।

পরিচয়পত্রের উপস্থাপনা এবং রেজিস্টারে স্বাক্ষর

**সভাপতি** (ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ): এখন আমি মনে করি আমরা আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু

করব যা হল পরিচয়পত্রের উপস্থাপনা এবং রেজিস্টারে স্বাক্ষর করা। আমি আমার পরিচয়পত্র নিজের কাছে উপস্থাপন করব। যদিও সম্মানিত সদস্যদের অবশ্যই কিছু আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, আমি নিবন্ধে স্বাক্ষর করার পরে সভাপতির সাথে হাত মেলানোর জন্য সদস্যদের মঞ্চে আসার প্রক্রিয়াটি কেটে ফেলেছি। আমরা গতকাল এই বিষয়টি পরীক্ষা করেছি এবং দেখতে পেলাম যে, প্রতিটি সদস্য যদি তাঁর নামে স্বাক্ষর করার পর বৃত্তাকার পথে এই মঞ্চে আরোহণ করেন, এবং সভাপতির সঙ্গে হাত মেলান, এবং তারপর এই আসনে ফিরে আসেন, তাহলে প্রায় দেড় মিনিট সময় লাগবে, যদি দুই মিনিট না হয়, তবে তাদের আসনগুলিতে ফিরে যেতে হবে। তাই আমি ভেবেছিলাম যে আনুষ্ঠানিকতা বাতিল করা যেতে পারে। সচিব এখন 'সম্মানিত সদস্যদের নাম ডাকবেন, যারা উপস্থিত থাকবেন, পরিচয়পত্র নিবন্ধন করতে, এবং তাদের আসনগুলি ফিরে যেতে।

নিম্নলিখিত সদস্যরা তারপর তাদের পরিচয়পত্র উপস্থাপন করেন এবং রেজিস্টারে তাদের নাম স্বাক্ষর করেনঃ -

মাদ্রাসাগুলি

1. মাননীয় শ্রী সি. রাজগোপালাচারিয়ার।

2. ডঃ বি পট্টাভি সীতারামাইয়া।

3. মহামান্য শ্রী টি প্রকাশম।

4. মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর স্যার এন. গোপালস্বামী আয়াঙ্গার।

5. দিওয়ান বাহাদুর স্যার আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার।

6. শ্রীমতী আম্মু স্বামীনাথন, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)।

7. মিঃ এস. এইচ. প্রাটার, ও. বি. ই., জে. পি., সি. এম. জেড. এস., এম. এল. এ. (বোম্বে)।

8. ড. পি. সুব্বারায়ণ।

9. ববিলির রাজা।

10. শ্রী এম. অনন্তসায়নম আয়াঙ্গার, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)।

11. অধ্যাপক এন. জি. রাঙ্গা, এম. এল. এ (কেন্দ্রীয়)।

12. শ্রী টি. এ. রামলিঙ্গম চেট্টিয়ার, এম. এল. এ (কেন্দ্রীয়)।

13. শ্রী কে. কামরাজা নাদর, এম. এল. এ।

14. শ্রী কে. মাধব মেনন, এম. এল. সি।

15. শ্রী বি. শিব রাও।

16. শ্রী কে. সন্থানম।

17. শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী।

18. শ্রী বি. গোপাল রেড্ডি, এম. এল. এ. 19. শ্রীমতী দক্ষায়ণী ভেলায়ুদন, এমএলসি (কোচিন) 20. শ্রী ভি. আই. মুনিস্বামী পিল্লাই 21. শ্রী কে. চন্দ্রমৌলি

22. শ্রী ডি. গোবিন্দ ডস 23. রেভ. জেরোম ডি 'সুজা, এস. জে. 24. শ্রী রামনাথ গোয়েঙ্কা 25. শ্রী এইচ. সীতারাম রেড্ডি 26. শ্রী ইউ. শ্রীনিবাস মাল্লায়া 27. শ্রী কালা ভেঙ্কটা রাও 28. শ্রী এ. কে. 29. শ্রী এম. রিমুনিয়ার 32. শ্রী রামশ্রী এন. রামশ্রী 31, শ্রী ও.

বোম্বে

1. মাননীয় সর্দার বল্লভভাই জে. প্যাটেল।

2. মাননীয় শ্রী বি. জি. খের।

3. অবসরপ্রাপ্ত ডঃ এম. আর. জয়কর, পি. সি।

4. মিঃ কে. এম. মুন্সি।

5. শ্রী শঙ্কর দত্তাত্রেয় দেও।

6. শ্রী নরহর বিষ্ণু গাডগিল।

7. মিঃ এস. কে. পাটিল।

8. শ্রীমতি হানসা মেহতা, এম. এল. সি।

9. ড. জোসেফ আলবান ডি 'সুজা, এম. এল. এ. 10. মিঃ এম. আর. মাসানি, এমএল. এ (সেন্ট্রাল) 11. মিঃ আর. এম. নালাভাদে।

14. মিঃ আর. আর. দিবাকর।

15. মিঃ এস. এন. মানে, এম. এল. এ।

16. মিঃ খাণ্ডুভাই কাসাঞ্জি দেশাই।

17. মিঃ এইচ. ভি. পাটস্কর, এম. এল. এ।

18. মিঃ কানায়ালাল নানাভাই দেশাই, এম. এল. এ।

19. মিঃ কে. এম. জেধে।

বাংলা

1. শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু।

2. ডঃ বি. আর. আম্বেদকর।

3. মিঃ কিরণ শঙ্কর রায়, এম. এল. এ।

4. মিঃ ফ্রাঙ্ক রেজিনাল্ড অ্যান্থনি, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)

5. শ্রীযুক্ত সত্য রঞ্জন বকশী।

6. ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ।

7. স্যার উদয় চাঁদ মাহতাব, কে. সি. আই. ই, এম. এল. এ।

8. ডঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি, এম. এল. এ।

9. মিঃ দেবী প্রসাদ খৈতান, এম. এল. এ।

10. শ্রীমতি লীলা রায়।

11. মিঃ ড্যাম্বার সিং গুরুং, এম. এল. এ।

12. ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি, এম. এল. এ।

13. মিঃ আশুতোষ মল্লিক, এম. এল. এ।

14. মিঃ রাধানাথ দাস, এম. এল. এ।

15. মিঃ প্রমথ রঞ্জন থাকুর, এম. এল. এ।

16. মিঃ হেম চন্দ্র নস্কর, এম. এল. এ।

17. মিঃ সোমনাথ লাহিড়ী।

18. মিঃ রাজকুমার চক্রবর্তীর।

19. শ্রী প্রিয়ারঞ্জন সেন।

20. শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন।

21. মিঃ জে. সি. মজূমদার।

22. শ্রী সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ।

23. শ্রী অরুণ চন্দ্র গুহ।

24. মিঃ ধনঞ্জয় রায়, এম. এল. এ।

25. শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম. এল. এ।

যুক্ত প্রদেশ

1. আচার্য জে. বি. কৃপলানী।

2. মহামান্য পন্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্ত।

3. মহামান্য শ্রী পুরুষোত্তম দাস তণ্ডন।

4. মহামান্য পন্ডিত হিরদে নাথ কুঞ্জরু।

5. শ্রী গোবিন্দ মালব্য, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)।

6. পণ্ডিত শ্রী কৃষ্ণ দত্ত পালিওয়াল, এম. এল. এ (কেন্দ্রীয়)।

7. শ্রী মোহন লাল সক্সেনা, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)।

8. আচার্য জুগল কিশোর, এম. এল. এ।

9. শ্রীমতি পূর্ণিমা ব্যানার্জি, এম. এল. এ।

10. শ্রী শ্রী প্রকাশ, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)।

11. শ্রীমতী সুচেতা কৃপলানী।

12. সর্দার যোগেন্দ্র সিং, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়) 13. শ্রী দামোদর স্বরূপ শেঠ, এমএলএ. (মধ্য) 14. শ্রী আলগু রাই শাস্ত্রী, এমএলএ. 15. শ্রী বংশীধর মিশ্র,

এমএলএফএ. 16. শ্রী ভগবান দিন, এমএফএ. 17. শ্রী কমলাপতি তিওয়ারি, এমএল্এ. 18. শ্রীমতী কমলা চৌধুরি. 19. রাজা জগন্নাথ বখশ সিং, এম্. এলএ. 20. শ্রী হরিহর নাথ শাস্ত্রী, এম্এলএ. 21. শ্রী গোপাল নারায়ণ, এম্এফএ. 22।

পাঞ্জাব

1. দিওয়ান চমন লাল, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)।

2. সর্দার হরনাম সিং।

3. সর্দার কর্তার সিং, এম. এল. এ।

4. সর্দার উজ্জ্বল সিং, এম. এল. এ।

5. মহামান্য মিঃ মেহের চাঁদ খান্না।

6. সর্দার প্রতাপ সিং, এম. এল. এ।

7. বখ্শী স্যার টেক চাঁদ।

8. সর্দার পৃথ্বী সিং আজাদ, এম. এল. এ।

9. পণ্ডিত শ্রী রাম শর্মা, এম. এল. এ।

10. রাও বাহাদুর চৌধুরী সুরজমল, এম. এল. এ।

11. ডঃ গোপী চাঁদ ভার্গব, এম. এল. এ।

12. চৌধুরী হরভাজ রাম, এম. এল. এ।

বিহার

1. মাননীয় ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। দারভাঙ্গা।

2. শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

3. মাননীয় শ্রী জগজীবন রাম।

4. মাননীয় শ্রী শ্রী কৃষ্ণ সিংহ।

5. শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সিংহ, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)।

6. মহামান্য মহারাজাধিরাজ স্যার কামেশ্বর সিং, কে. সি. আই. ই, এর

7. ডঃ পি. কে. সেন।

8. মহামান্য শ্রী অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ।

9. মিঃ বেনারসি প্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)।

10. মহামান্য রায় বাহাদুর শ্রী নারায়ণ মাহথা।

11. শ্রী দেশবন্ধু গুপ্ত, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)।

12. শ্রী রামনারায়ণ সিংহ, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)।

13. মিঃ এ. কে. ঘোষ, এম. এল. এ।

14. শ্রী ভাগবত প্রসাদ, এম. এল. এ।

15. মিস্টার বনিফেস লাকরা, এম. এল. সি।

16. মিঃ রামেশ্বর প্রসাদ সিংহ, এম. এল. এ।

17. শ্রী ফুলন প্রসাদ বর্মা, এম. এল. এ।

18. মিঃ মহেশ প্রসাদ সিংহ, এম. এল. এ।

19. শ্রী সরঙ্গধর সিংহ, এম. এল. এ।

20. রাই বাহাদুর শ্যামানন্দ সহায়, এম. এল. এ, সি. আই. ই।

21. শ্রী ব্রজেশ্বর প্রসাদ।

22. শ্রী জয়পাল সিং।

23. শ্রী চন্দ্রিকা রাম, এম. এল. সি।

24. মিঃ কমলেশ্বরী প্রসাদ যাদব, এম. এল. এ।

25. জনাব জগৎ নারায়ণ লাল, এম. এল. এ।

26. জনাব জাদুবন্স সহায়, এম. এল. এ।

27. শ্রী গুপ্তনাথ সিং, এম. এল. এ।

28. মিঃ দীপ নারায়ণ সিংহ, এম. এল. এ।

29. শ্রী দেবেন্দ্র নাথ সামন্ত, এম. এল. সি।

30. ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, এম. এল. এ।

সি. পি এবং বেরার

1. শ্রদ্ধেয় পন্ডিত রবি শঙ্কর শুক্ল।

2. ডঃ স্যার হরি সিংহ গৌড়।

3. মাননীয় শ্রী ব্রিজলাল নন্দলাল বিয়ানী।

4. মিঃ রুস্তম খুরশেদজি সিদ্ধওয়া, এম. এল. এ।

5. শেঠ গোবিন্দদাস, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)।

6. থাকুর ছেদিলাল, এম. এল. এ।

7. মিঃ হরি বিষ্ণু কামথ।

8. মিঃ সিসিল এডওয়ার্ড গিবন, এম. এল. এ।

9. শ্রী শঙ্কর ত্রয়ম্বক ধর্মধিকার।

10. গুরু আগমদাস আগরমণ্ডাস, এম. এল. এ।

11. ডঃ পঞ্জাবরাও শামরাও দেশমুখ।

12. মিঃ বি. এ. মান্ডলোই, এম. এল. এ।

13. মিঃ এইচ. জে. খাণ্ডেকর।

14. মিঃ এল. এস. ভাটকার, এম. এল. এ।

অসম

1. মহামান্য শ্রীজুত গোপীনাথ বারদোলোই।

2. মাননীয়া জে. জে. এম. নিকোলস্-রায়।

3. শ্রীজুত ওমিয়ো কুমার দাস, এম. এল. এ।

4. মাননীয় শ্রীজুত বসন্ত কুমার দাস।

5. শ্রীজুত ধরণীধর বসু মাতারি, এম. এল. এ।

6. শ্রীজুত রোহিণী কুমার চৌধুরী, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)।

7. বাবু অক্ষয় কুমার দাস, এম. এল. এ।

এন-ডব্লিউ. এফ. প্রদেশ

1. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

2. খান আব্দুল গফ্ফার খান।

ওরিসা

1. মহামান্য শ্রী হরে-কৃষ্ণ মাহতাব।

2. শ্রীমতি মালতি চৌধুরী।

3. শ্রী বিশ্বনাথ দাস।

4. শ্রী বোধরাম ডুবে, এম. এল. এ।

5. শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু, এম. এল. এ।

6. মিঃ বি দাস।

7. শ্রী নন্দকিশোর দাস।

8. শ্রী রাজ কৃষ্ণ বোস, এম. এল. এ।

9. শ্রী শান্তনু কুরাম দাস, এম. এল. এ।

**সভাপতি** (ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ): এটি আমার কাছে আনা হয়েছে।

লক্ষ্য করুন যে সিন্ডে কোনও স্পিকার নেই কারণ সেখানে এখন কোনও আইনসভা নেই. এই পরিস্থিতিতে, সেখানে বিধানসভার সচিব শংসাপত্রগুলিতে স্বাক্ষর করেছেন. সেগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিন্দ।

1. শ্রী জয়রামদাস দৌলতরাম।

দিল্লি

1. মাননীয় মিঃ এম আসফ আলী।

আজমের-মেরওয়ারা

1. পণ্ডিত মুকুট বিহারী লাল ভার্গব, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়)।

কুর্গ

1. মিঃ সি. এম. পুনাচা, এম. এল. সি।

**সভাপতি** (ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ): যদি কোনও সম্মানিত সদস্যের নাম তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ডাকা না হয়, তবে তিনি দাঁড়াবেন এবং তাঁর নাম ডাকা হবে। তারপর তিনি এসে রেজিস্টারে তাঁর নাম স্বাক্ষর করবেন। (কেউ উঠে দাঁড়ায়নি।)

**সভাপতি** (ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ): যে আজকের জন্য আমাদের এজেন্ডা শেষ করেছে. অতএব, বিকেলে কোনও বৈঠক হবে না. সভা আগামীকাল বৈঠক করবে. একটি নতুন এজেন্ডা প্রস্তুত করা হবে, যা এখনও প্রস্তুত নয়। আমি সাংবিধানিক উপদেষ্টার কার্যালয়কে আজ সন্ধ্যার মধ্যে সম্ভব হলে সম্মানিত সদস্যদের কাছে এজেন্ডা প্রচার করতে বলেছি এবং আমি আশা করি এটি করা যেতে পারে. আপনি যদি চান তবে সভাটি সকাল 11 টা বা 11-30 এ মিলিত হবে।

**অনেক সম্মানিত সদস্য** : সকাল 11টা।

**সভাপতি** (ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ): আমরা 11 টায় দেখা করব।

এরপর সভা 1946 সালের 10ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল 11টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়।